মহাধনী শক্তিশালী নমঃশূদ্র বংশাবলী,
তাঁর নাম সবে পরিজ্ঞাত।।
শ্রীমুকুন্দরাম যিনি, অতীব তেজস্বী গুণী,
দেশ মধ্যে মহামান্যবান।
প্রথম যৌবন হ'তে, ঘাত প্রতিঘাত ঘাতে,
গড়ি' নিল আপন জীবন।।
পাবুনীয়া পূর্ব্ববাস, মনে মনে অভিলাষ,
ত্যাগ করি যাবে অন্য দেশে।
ক্রমে সন্ধানের ফলে, বাঞ্ছিত আবাস মিলে,
সফলানগরী এল শেষে।।
দেখি মহা ভাগ্যবান, সরল তেজস্বী প্রাণ,
যত্ন করি জমিদার রাখে।
যতেক স্বজাতি ছিল, তাঁর গুণ বুঝে নিল,
সর্বকার্য্যে সবে তারে ডাকে।।
তার গুণ গাঁথা শুনি, দাস বংশ শিরোমণি,
লক্ষ্মীপুর গ্রামেতে বসতি।
রাজবল্লভ নামেতে, হর্ষান্বিত হয়ে চিতে,
কন্যা দিল হয়ে হৃষ্টমতি।।
দেশ-মধ্যে কি বিদেশে, করমে অথবা ভাষে,
তার তুল্য নাহি ছিল গুণী।
বড় কাজ বড় আশা, বড় ভাব বড় ভাষা,
সর্বাপেক্ষা অতি বড় ধনী।।
তার ঘরে পঞ্চপুত্র, ক্রমে বলি সেই সূত্র,
শুনিতে আহ্লাদ বাড়ে চিতে।
ক্রমবর্দ্ধমান বংশ, সবে দেবতার অংশ,
দেশে দেশে চলে চারিভিতে।।
যশোবন্ত, সনাতন, প্রাণকৃষ্ণ, রামমোহন,
রণকৃষ্ণ এ পাঁচ সন্তান।
সর্বজ্যেষ্ঠ যশোবন্ত, তার হ'ল পঞ্চ পুত্র,
অশেষ গুণেতে গুণবান।।
এ বংশে জন্মিল যত, শুদ্ধ-শান্ত কৃষ্ণ-ভক্ত,
সবে মত্ত হরি-গুণ গানে।
কৃষ্ণ ভকতির গুণে, তার এক একজনে,
সাধু কি বৈষ্ণব সবে মানে।।
এ কয় পুরুষ মাঝে, মত্ত সাধু সেবা কাজে,
কৃষ্ণ প্রেম ভক্তি নিরবধি।
কেহবা হ'ল সন্ন্যাসী, কেহ বৃন্দাবনবাসী,
তাহে বংশে 'ঠাকুর' উপাধি।।
ঠাকুরের এ বংশেতে, হরিচাঁদ অবনীতে,
করিলেন জনম গ্রহণ।
কহিছে তারকচন্দ্র, অবতীর্ণ হরিচন্দ্র,
হরি হরি বল সর্বজন।।

আবির্ভাবের অগ্রদূত
শ্রীমৎ রামকান্ত গোস্বামী

রামকান্ত নামে সাধু পরম উদার।
নমঃশূদ্র কুলে জন্ম মুকড়োবা ঘর।।
সান্দীপনি দ্বাপরে ত্রেতায় বিশ্বামিত্র।
কলিকালে গঙ্গাদাস পণ্ডিত সুপাত্র।।
ভারতী গোঁসাই শক্তি হইয়া মিশ্রিত।
মুকড়োবা রামকান্ত হৈল উদ্ভাসিত।।
তাহাতে মিশ্রিত হ'ল বাসুদেব শক্তি।
স্নেহ ভাবে বাসুদেবে করিতেন ভক্তি।।
বাসুদেবে সমর্পিয়া আত্মস্বার্থ আত্মা।
ব্রজের মাধুর্য্য রসে করিত মমতা।।
সদা ছিল সে সাধুর উত্তার নয়ন।
শিবনেত্র প্রায় যেন আরোপ লক্ষণ।।
কখন কখন সাধু বেড়াইতে যে'ত।
কোন কোন ঠাঁই গিয়া উপনীত হ'ত।।
সর্বদা থাকিত সাধু মহাভাব ল'য়ে।
কোন কোন ভাগ্যবান দয়া প্রকাশিয়ে।।